৬। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ নাটকের শেষে নিজের বংশপরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, তিনি সিদ্ধ গৌতম মুনির কুলে জাত সুবিখ্যাত দার্শনিক তথা নৈয়ায়িক পঞ্চানন তর্করত্নের পুত্র। তাঁদের নিবাস পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির কাছে ভাটপাড়ায় (ভট্টপল্লীতে)। তাঁর প্রকৃত পদবী ভট্টাচার্য। তিনিও ছিলেন একজন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও অধ্যাপক। প্রায় ষাট বছরের সাহিত্য জীবনে শ্রীজীব নানা ধরনের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাটক রচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাঁর শতবার্ষিকম্, গিরিধরসংবর্ধনম্, চিপিটকচর্বণম্, বিধিবিপর্যাসম্, চণ্ডতাণ্ডবম্, ক্ষুতক্ষেমীয়ম্, রাগবিরাগম্, মহাকবি-কালিদাসম্, পুরুষপুঙ্গবঃ, বিবাহবিড়ম্বনম্, শ্রীশঙ্করাচার্যবৈভবম্, চৌরচাতুরীয়ম্, সিন্ধু-সৌবীরসংগ্রামম্, সাম্যসাগর-কল্লোলম্, স্বাতন্ত্র্য-সন্ধিক্ষণম্ প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি নাটক বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছে। উপলক্ষ্য ছিল শঙ্করাচার্যের আগমন, উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহ, পুণার ধর্মসম্মেলন, দিল্লির বিশ্বশান্তি সম্মেলন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সারস্বতোৎসব প্রভৃতি। অভিনয় হয়েছে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে, হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের মঞ্চে ; আবার কখনও পুণায়, কখনও উজ্জয়িনীতে, কখনও দিল্লিতে।

শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, হিট্‌লার, মুসোলিনী, স্তালিন প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনেও নানা নাটক চিত্রিত করেছেন। তার জন্য তিনি যথেষ্ট পড়াশুনো করেছেন। যেমন, স্তালিনের চরিত্রচিত্রণের জন্য তিনি ই. ইয়ারোশ্লভস্কি-বিরচিত '*Landmarks in the life of Stalin*' বইটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এইসব চরিত্রের পাশাপাশি তিনি লোভ, ক্রোধ, হিংসা, ধর্ম প্রভৃতি প্রবৃত্তিসমূহকেও চরিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তার অপপ্রয়োগে লক্ষ লক্ষ মানুষের নানা ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর কথাও তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, যন্ত্রবিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ না করলে 'শতবর্ষান্তরে পৃথ্বী নূনং ধ্বস্তা ভবিষ্যতি'। 'চৌরচাতুরীয়ম্' নাটকে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজে ছোটোখাটো চোরেরা শাস্তি পায়, কিন্তু বড় বড় চোরেরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষুতক্ষেমীয়ম্ নাটকে তিনি জীবে প্রেমের বার্তা দিতে চেয়েছেন।

শ্রীজীবের নাটকগুলিতে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছে, নাটকগুলি কালের দর্পণ হয়ে উঠেছে। রচনাশৈলীতে নান্দী, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য ইত্যাদি প্রাচীন নাট্যতাত্ত্বিক ধারা অনুসরণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম তিনি মানেননি। তাই তাঁর কোন কোন নাটককে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যেমন, 'রাম-নাম-দাতব্যচিকিৎসালয়ম্'। এটিকে কোনো শ্রেণীভুক্ত করা যায় না বলে তিনি শুধু 'রূপকং সমাপ্তম্' লিখেছেন।